আজকাল

কলকাতা ৪ শ্রাবণ ১৪২২ মঙ্গলবার ২১ জুলাই ২০১৫

RAGGING : A CRIMINAL OFFENCE

Victims/witnesses of incidents of ragging must lodge complaint in any of the following numbers and e mail ids.

THE SUPREME COURT OF INDIA DIRECTS INSTITUTIONS TO EXPEL STUDENTS FOUND GUILTY OF RAGGING.

Complaint on Ragging to be lodged :-
At University Authority
E-mail : antiragging@admin.jdvu.ac.in. Phone : 833 500 5578
Concerned Anti-Ragging squad members

At UGC Authority
E-mail : www.antiragging.in. Phone : 1800 180 5522

Anti-Ragging Committee, Jadavpur University

যাদবপুরে র‍্যাগিং ঠেকাতে রাখি

আজকালের প্রতিবেদন: র‍্যাগিং ঠেকাতে রাখি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনশীল উপায়ে পড়ুয়াদের র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সচেতন করা হয়। এবার র‍্যাগিং বিরোধী প্রচারে রাখিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ছবির নাম দেওয়া হয়েছে 'বন্ধন'। রক্ষা, সুরক্ষা দেওয়ার বন্ধন। একগুচ্ছ ছবির সাহায্যে র‍্যাগিং বিরোধী বার্তা দেওয়া হয়েছে। যার কোনওটি মুক্তির কথা বলতে চাইছে, আবার কোনও ছবি জীবনের জয়গান গাইছে। কোনও ছবিতে স্বপ্নে বিভোর হওয়ার গল্প কোথাও বা আশা, লড়াইয়ের কথা। সব মিলিয়ে মানবজীবনের আশাআকাঙ্ক্ষার গাঁথা যেন। সিনেমার তথ্যচিত্র নির্মাতা পরাগ সরকারের ভাবনা এভাবেই ডানা মেলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। যা বলছে র‍্যাগিং করে বন্ধুত্বের বন্ধন না ভেঙে, রাখি বেঁধে সম্পর্কের বুনিয়াদ আরও একটু মজবুত করা। পরাগ সরকার এর আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকবার র‍্যাগিং বিরোধী প্রচারের দায়িত্ব সামলেছেন। পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় করতে যাদবপুরের পড়ুয়ারা নবাগতদের রাখি পরিয়ে স্বাগত জানানোর আয়োজন করছেন।

র‌্যাগিং ঠেকাতে বন্ধনের বার্তা যাদবপুরে

এই সময়: নিগ্রহ নয়, বন্ধন।

র‌্যাগিং ঠেকাতে নবাগতদের এই বন্ধনের বার্তাই দিতে চায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভাগে ক্লাস শুরুর আগেই কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রাখীবন্ধনকে সামনে রেখেই হাতের ১৩টি মুদ্রাকে ব্যবহার করে ইতিমধ্যে নয়া সচেতনতার প্রচারে মুখ ঢেকেছে ক্যাম্পাস।

কেন এই উদ্যোগ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব স্টুডেন্টস এবং অ্যান্টি-র‌্যাগিং কমিটির আহ্বায়ক রজত রায়ের কথায়, ক্যাম্পাস আগের থেকে অনেকটাই বদলে গিয়েছে। র‌্যাগিংয়ের ঘটনাও কমে এসেছে। তাই সিনিয়ররা এখন জুনিয়রদের স্বাগতই জানায়। বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণে পড়ুয়াদের ভয় দেখিয়ে সে ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। তাই র‌্যাগিং একেবারে নির্মূল করতেই রাখীবন্ধনের এই সৃষ্টিশীল প্রচার। এই থিমের ভাবনা অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী পরাগ সরকারের। তা গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যচিত্র নির্মাতা পরাগ র‌্যাগিং বিরোধী বিজ্ঞাপনী প্রচারের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ও চিত্রগ্রাহক। তিনি জানান, 'জীবনচক্রের নানা মুদ্রাকে রাখীবন্ধনের মাধ্যমে এই প্রচারে ব্যবহার করা হয়েছে। পড়ুয়াদের যাতে র‌্যাগিং শব্দটিই আর শুনতে না হয়, সেজন্য শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'বন্ধন'। ১৩টি মুদ্রার নামকরণ করা হয়েছে-জীবন, পৃথিবী, আত্মা, শান্তি, শক্তি, জ্ঞান, স্বপ্ন, স্বাধীনতা, ত্যাগ, অঙ্গীকার, আশা, আনন্দ এবং সর্বজনীন সত্য। জীবনে প্রকৃত জয়ী হতে গেলে এই সব ইতিবাচক মুদ্রা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। নতুন পড়ুয়াদের ক্যাম্পাসে ঢোকার সময় তাদের হাতে রাখী বেঁধে স্বাগত জানান হবে পুরানোরা। প্রায় দেড়-দু'মাস ধরে চিন্তাভাবনায় থিম বন্ধনের আত্মপ্রকাশ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভাবনা খুবই সদর্থক বলে মনে করেন সোসাইটি এগেইনস্ট ভায়োলেন্স ইন এডুকেশনের (সেভ) সহ প্রতিষ্ঠাতা কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সিনিয়র-জুনিয়রদের মধ্যে এ ভাবে দাদাভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ভীষণই ইতিবাচক। একবার উভয়পক্ষের মধ্যে পরিচয় ঘটে গেলে আর জুনিয়ররা নিগ্রহের শিকার হবেন না। মন থেকে হিংসাই চলে যায়। সেইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রেও এই ভাবনা খুবই ইতিবাচক। র‌্যাগিং রুখতে যাদবপুর ওয়ার্কশপ করছে। সেখানে আমাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তবে আমার মনে হয়, বিতর্কসভা হলে আরও ভালো।

স্বাধীনতা, উৎসর্গ, শক্তি। এ ভাবেই নানা থিম উঠে এসেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ রকম আরও দশটি অ্যান্টি-র‌্যাগিং পোস্টারে — এই সময়

এই সময়
সংবাদপত্র

এবেলা

র‍্যাগিং রুখতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের রাখিবন্ধন উৎসব। সোমবার তোলা নিজস্ব চিত্র।

HINDUSTAN TIMES, KOLKATA
WEDNESDAY, JULY 22, 2015

HT SPECIAL

After Hokkolorob, Bandhan is the new buzzword at JU

GOOD MOVE Starting today, varsity campus would be littered with hoardings bearing anti-ragging messages

Mou Chakraborty
mou.chakraborty@hindustantimes.com

KOLKATA: Jadavpur University (JU) has come up with a unique campaign to fight ragging that has continued to plague campuses despite stringent rules to deal with it.

Starting Wednesday, the JU campus would be littered with hoardings bearing anti-ragging messages and when freshers walk in on July 27, they'd receive a rousing reception from seniors.

The seniors would even tie rakhis on their hands signifying deep bond and protection.

The varsity authorities would provide rakhis to seniors to usher in freshers to engineering and science faculties.

"The anti-ragging campaign cannot work without the support of senior students. And thankfully, over the last few years, we've been able to keep incidents of ragging down to a minimum at JU. Not a single such incident was reported last year," Rajat Ray, the dean of students, said.

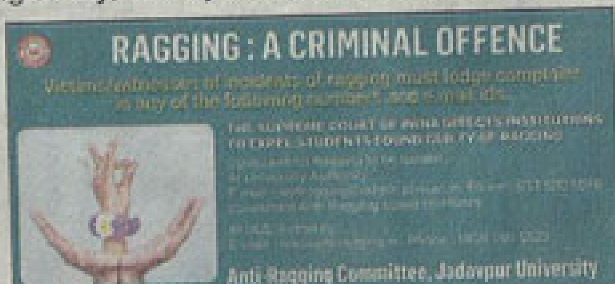

However, wary of not being lulled into a sense of false complacency by their impressive track record with regard to such incidents, the varsity authorities put their heads together and came up with an anti-ragging campaign that is built around the theme, Bandhan (bond).

The campaign has been conceptualised by Parag Sarkar, a documentary filmmaker and alumnus.

"The campaign was showcased by way of thirteen compositions of art photography based on Raksha Bandhan. The compositions were meant to depict deep bonding. The concept is built around the theme Bandhan that signifies bonding and protection," Sarkar said.

"The varsity's annual fest is called Bandhan and the aim was put the concept at work to foster better ties between seniors and juniors. Tying rakhis on freshers, itself, would send out a message of love and respect," Sarkar, the creative director and photographer of the campaign, said.

The hoardings went up on 13 locations across the JU campus on Tuesday.

"On July 27, our senior student volunteers would tie rakhis on freshers. We hope the gesture would help cultivate strong and lasting ties between seniors and juniors," Ray said.

The campaign was debated at length and cleared for launch by the varsity's anti-ragging committee, which comprises members of the students' union as well.

Following tradition, members of students' unions at all three faculties, too, would host events to welcome freshers.

The hoardings that have already gone up on campus not only bear anti-ragging messages, but also an e-mail address where the students could post ragging-related complaints.

The hoardings also have names of members of the anti-ragging committee and a 24x7 helpline number.

They also list the steps that could be taken against those accused of ragging. The steps include expulsion as well.

আজকাল

আজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০১৫

মে

যাদবপুরে র‍্যাগিংবিরোধী প্রচার নবাগতদের সৌহার্দ্যের রাখি

আজকালের প্রতিবেদন: রাখি পরিয়ে নতুনকে পুরোনোর বার্তা—নিগ্রহ নয়, বন্ধন। র‍্যাগিংয়ের মতো অসুখকে রুখতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বছরের অস্ত্র 'রাখি'। সোমবার এই রাখি পরিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পা-রাখা পড়ুয়াদের বরণ করে নিল উঁচু ক্লাসের দাদা-দিদিরা। পড়ুয়ারাও একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। বাদ গেলেন না উপাচার্য সুরঞ্জন দাসও। তাঁর হাতেও বেঁধে দেওয়া হল রাখি। এদিন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের প্রথম দিন। গান্ধীভবনে 'ওরিয়েন্টেশন' অনুষ্ঠানও হয়। সেখানে হাতে হাতে বেঁধে দেওয়া হয় রাখি। রাখি শুধু ভাইবোনের বিষয় নয়। তা সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বেরও প্রতীক। রাখি পরানোর মধ্যে দিয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের সঙ্গে উঁচু ক্লাসের পড়ুয়াদের সম্পর্কটা যাতে সৌহার্দ্যের হয়, র‍্যাগিং নামক নিগ্রহ না হয়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। শুধু বিজ্ঞান নয়, কলা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদেরও রাখি পরিয়ে একইভাবে অভ্যর্থনা জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর আগে অনেকবারই র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। ভবিষ্যতে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা যাতে একেবারেই না ঘটে, পড়ুয়াদের মধ্যে এ নিয়ে আরও সচেতনতা বাড়াতেই এবছর রাখিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের হলেও গোটা ভাবনাটি যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং তথ্যচিত্রনির্মাতা পরাগ সরকার। বন্ধন নামে রাখিকে কেন্দ্র করে হাতের ১৩টি মুদ্রার হোর্ডিং ক্যাম্পাস জুড়ে লাগানো হয়েছে। রাখিকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে পরাগের ব্যাখ্যা, র‍্যাগিং শব্দটা যাতে কোনওদিন শুনতে না হয়, সেই বার্তাটাই নতুন এবং পুরোনোদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চেয়েছি। রাখির আরেকটা অর্থ রক্ষা। অর্থাৎ রাখি পরিয়ে নতুন পড়ুয়াদের সিনিয়ররা এটাই বলতে চেয়েছে যে, র‍্যাগিংয়ের নামে নিগ্রহ নয়, তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। পরাগ ২০০৭ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংবিরোধী প্রচারের দায়িত্বে। এবারের মতো এত বিপুল সাড়া আগে পাননি বলে জানালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা নতুন পড়ুয়ারাও অভিভূত। প্রথমদিন এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আপন করে নেবে সেটা তারাও ভাবেনি। শুধু রাখি পরিয়ে নয়, তাদের হাতে দেওয়া হয় চকোলেটও।

উপাচার্য সুরঞ্জন দাসের হাতে রাখি পরানো হচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রার প্রদীপ ঘোষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং-বিরোধী প্রচারে, সোমবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

সংবাদ প্রতিদিন

সোমবার ২৭ জুলাই ২০১৫ ১০ শ্রাবণ ১৪২২

র‍্যাগিং রুখতে আজ অকাল রাখিবন্ধন পড়ুয়াদের

শ্রীমিতা ঘোষ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

অকাল রাখিবন্ধন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

র‍্যাগিংয়ের মতো সামাজিক ব্যাধি দূর করতে আজ, সোমবার প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের হাতে রাখি পরিয়ে দেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীরা। পড়ুয়াদের মধ্যে সৌহার্দ্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এদিন নতুন উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকেও রাখি পরিয়ে দেবে ছাত্র-ছাত্রীরা।

ক্যাম্পাস থেকে র‍্যাগিং নির্মূল করতে এই প্রচারধর্মী পরিকল্পনা করেছেন ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি পরিচালক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী পরাগ সরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে এই পরিকল্পনাকে একটি থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'বন্ধন'। গোটা ক্যাম্পাসে এ বিষয়ে পোস্টার, হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের 'ওরিয়েন্টেশন' প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। প্রথম দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় রাখি পরিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীরা। তারাও পাল্টা রাখি পরিয়ে দেবে সিনিয়রদের। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হবে। ক্যাম্পাসের গেট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সময়ই থাকছে রাখি পরানোর ব্যবস্থা। এছাড়াও গান্ধী ভবনে 'ওরিয়েন্টেশন' প্রক্রিয়া চলার সময়ও রাখি পরানো হবে। প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এক হাজারের মতো ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে ভর্তি হয় আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট পড়াশোনা করে প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। দশ হাজারেরও বেশি রাখি কেনার পরিকল্পনা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যেই দু'হাজারেরও বেশি রাখি কেনা হয়ে গিয়েছে। এদিন শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগে রাখিবন্ধন হবে। এর পর ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও এই রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হবে।

কেন এই পরিকল্পনা?

পরাগবাবু জানাচ্ছেন, রাখিবন্ধন উৎসব শুধুমাত্র ভাই বোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাখি হচ্ছে সৌহার্দ্যের প্রতীক। একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব স্থাপনেও রাখি পরানোর রীতি রয়েছে। এক্ষেত্রে জুনিয়র পড়ুয়াদের রাখি পরানো মানে তাদের রক্ষা করার দায়ভারও সিনিয়রদের। এই ভাবনাটিই পড়ুয়াদের মনে গেঁথে দিতে রাখিবন্ধন উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত।

প্রতিদিন

র‍্যাগিংয়ের প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সোমবার রাখিবন্ধন করলেন। —প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

Rakhi pledge in fight against ragging

Jhimli.Mukherjeepandey@timesgroup.com

Kolkata: In a unique initiative, Jadavpur University will celebrate 'Raksha Bandhan' on Monday to spread anti-ragging awareness on both of its campuses.

Though a "ragging-free" campus officially, complaints and allegations of ragging do pour in almost every year. Keeping an eye on the recent incidents on the campus, the JU administration under the leadership of the new vice chancellor, Suranjan Das, is extra-cautious this time.

A teaser campaign will start on both the JU campuses at Jadavpur and Salt Lake with themes highlighting different virtues of mankind. Hoardings focusing on themes like life, earth, peace,

Hoardings with 13 different themes will be put up on JU campuses

soul etc through floral tributes are being put up. There are 13 different themes that culminate into the concept 'bandhan' (bonding). Documentary and ad filmmaker Parag Sarkar, a former student of JU's mass communications department, has designed and photographed the teaser campaign. "I just wanted to incite some curiosity among students who can't miss the huge hoardings that will be put up on the campuses. The final hoarding with the theme 'bandhan' will be larger than the rest of the hoardings and will be put up just outside the administrative building of the university," Sarkar said. Every union in the university will be given specially-designed rakhis so that the seniors can tie those on the hands of juniors. "We are trying our best to check ragging on the campus. Most of the seniors have already realized that ragging is a social evil," said dean of students Rajat Roy.

Raj Kachroo, head of UGC's anti-ragging cell, said: "I am happy that JU is taking up such an initiative."

THE TIMES OF INDIA

[illegible]

আজ সম্প্রীতি বন্ধন উৎসব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

[illegible]